দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সমস্যার আবর্তে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা

হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সিলেট অফিস ।। হযরত শাহজালালের(রাঃ) পুণ্যভূমি এবং তারই মাজারসংলগ্ন সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার এখন প্রাণচাঞ্চল্য নেই । মাদ্রাসায় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে । বিশেষ করে শিক্ষক স্বল্পতা এ প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিচ্ছে । সিলেট নগরীর প্রাণকেন্দ্র চৌহাট্টা এলাকায় বিশাল যায়গা নিয়ে প্রায় জীর্ণশীর্ণ এক অবকাঠামো যেন এখন কালের সাক্ষী । একসময় এ শিক্ষা প্রতিষ্টানকে সিলেট অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারের সূতিকাগার হিসাবে উল্লেখ করা হতো । বর্তমানে তা অতীত স্মৃতি । প্রতিষ্টানটির অবকাঠামোও যেন লোক চক্ষুর আড়াল হতে চলছে । শুধু আলীয়া মাদ্রাসা মাঠটির নাম বিভিন্ন

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

(৭ম পৃঃ পর)

সমস্যার আবর্তে

সভা-সমিতি ও খেলার জন্যই যেন মানুষের মধ্যে বেঁচে আছে ।

সিলেট তথা এক সময়ের অভিভক্ত আসাম অঞ্চলে আধুনিক ও ইসলাম শিক্ষার একশত কেন্দ্রস্থল ছিল সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা । ১৯১৩ সালে ৭ একর ১৭ শতক ভূমির উপর জুনিয়র সেশন ও এবতেদায়ি বিভাগ নিয়ে এ মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয় । ইংরেজ শাসন আমলে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে সরকারীভাবে চালু করা হয় এ মাদ্রাসাটিকে ১৯-১৯ সনে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অনুকূলে সিনিয়র / সেকশন চালু করে সৃষ্টি করা হয় অধ্যক্ষের পদ । মাদ্রাসা প্রতিষ্টালগ্নে অধ্যক্ষের পদ ছিল না একজন সুপারিনটেনডেন্ট প্রতিষ্টানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন । ১৯৩৫ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আবদুর মোহাম্মদ ওহিদ এ মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণীর অনুমোদন দেন । '৩৭ সালে কামিল শ্রেণী চালু হলে এবতেদায়ী শ্রেণী তুলে নেয়া হয় ।

আলিয়া মাদ্রাসায় '৬২ সালে আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে হাই মাদ্রাসায় সম্পূর্ণ ব্যতীক্রমী ধাঁচে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয় । '৮১ সালে আবার হাই মাদ্রাসা তুলে নেয়া হয় । এ সময় হাই মাদ্রাসার জুনিয়র ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নেয়া হয় ।

এরশাদ সরকার আমলে দেশের সরকারী আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা কার্যক্রম পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে 'ইনাম কমিশন' নামে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় । সিলেটের অনেকেই বর্তমান সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার চরম দুরাবস্থার জন্য কমিশনকে দাবী করছেন । অভিযোগে প্রকাশ, কমিশনের সুপারিশে মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ খেয়াল রাখা হয়নি । কমিশনের সুপারিসে মাদ্রাসাকে উচ্চ মাধ্যমিক লেভেল থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী সমপর্যায় ভুক্ত দেখানো হয়েছে । এস্তরগুলোর মধ্যে আরবী ও ইসলামিয়াতের ১১টি এবং সাধারণ বিষয়সমূহের ৮টি সহ মোট ১৯টি বিষয় রয়েছে ।

কমিশনের পদবিন্যাসের নীতিমালা অনুযায়ী ১টি অধ্যাপক ১৩টি সহযোগী অধ্যাপক, ২০টি সহকারী অধ্যাপক ও ৩৩টি প্রভাষকের পদসহ মোট ৬৪টি পদ থাকা উচিৎ ছিল । কিন্তু কমিশন গুরুত্বপূর্ণ আরবী ও ইসলামিয়াতের ৫টি আবশ্যিক পদ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ১৪টি বিষয়ের জন্য মাত্র ১৪টি সহকারী অধ্যাপক এবং ৩২টি প্রভাষকের পদসহ মোট ৪৬টি পদ সৃষ্টি করা হয় । কমিশনের রিপোর্টে ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর কোন পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখা হয়নি । এ স্তরে ৯টি আরবী ও ইসলামিয়াতের বিষয় থাকা সত্বেও অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপকের কোন পদ রাখা হয়নি ।

সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক সংকট চরম । ছাত্রাবাস সমস্যার জন্য অনেকেই ভর্তি হতে পারছে না । শ্রেণীকক্ষ অডিটরিয়াম লাইব্রেরী অফিস ষ্টাফ আসবাবপত্র বিশুদ্ধ পানির অভাব, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদির নানান প্রকার অভাব ও সমস্যার যেন শেষ নেই । ৪৬ জন গেজেটেড শিক্ষিতের মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ১১ জন, ৬ জন নন গেজেটেড শিক্ষকের মধ্যে কর্মরত মাত্র ২ জন । ছাত্রাবাসটির সিট সংখ্যা মাত্র ২৭ । এ বিষয়ে সিলেটের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বলেছেন : "ঐতিহ্যবাহী সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসাকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচান" ।